গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মেহেরপুরের গাংনী বাজার দারুর্চ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি হাজী মহসিন আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর কমিটির নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সাথে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ২/৩ জন অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে নতুন কমিটিকেই দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নতুন কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কমিটির অন্যান্য পদের সদস্যরা হলেন: সহ-সভাপতি হাজী আলফাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবু, কোষাধ্যক্ষ হাজী আবুল বাশার, সদস্য হাজী হাসানুজ্জামান, হাজী হাফিজুর রহমান মানিক, রবিউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, হাজী জাহিদুল ইসলাম, হাজী আসাদুল আলম খোকন, ফজলুর রহমান, আনারুল ইসলাম বাবু ও সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা পুলিশের সেকেন্ড অফিসার এসআই হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমাম রুহুল আমিন, মোয়াজ্জিন ইউসুফ আলীসহ প্রায় ৩ শতাধিক মুসল্লীগন উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিধি না মানাই পথচারীসহ দোকানে

জরিমানা

সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে শারীরিক দূরত্ব বজায় না রাখা ও মাস্ক না পরায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে পৃথক পৃথক ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। ১১ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই মসলেম উদ্দীন প্রমুখ।

অপরদিকে আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।ভ্রাম্যমাণ পরিচালনায় দুই ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধারায় ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার রুমানা আক্তার সহ একদল আনসার সদস্য।তিনি পথচারীদের সতর্ক করে বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

জনস্বার্থে ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া ভৈরব নদীতে

ব্রীজ না থাকায় বিপাকে সাধারন মানুষ

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। নদীর ওপর ব্রিজ না থাকায় বিভক্তি করে রেখেছে গাংনী পুর্বাঞ্চল ও গাড়াবাড়িয়ার হিতিমপাড়ার পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। এতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করতে যেমন সমস্য তেমনি সমস্যা ওপারের কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পন্য শহরে আনতে। ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রীজ নির্মানের আশায় বুক বেঁধে আছেন দ’◌ুপারের ভুক্তভোগী হাজারো মানুষ।

মেহেরপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ভৈরব। ফানডেন ব্রো ১৬৬০ সালের দিকে তাঁর নকশায় দেখিয়েছেন-জলাঙ্গী ও চন্দরা নামে যে দুই সহোদরা প্রমত্তা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে, তারই একটি শাখা নদী জলাঙ্গী (পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত) একদা ভৈরব নামে চুয়াডাঙ্গার নিচ দিয়ে প্রবেশ করে যশোর খুলনার ভেতর দিয়ে গড়াই প্রবাহের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে ভৈরব। তেমনি ভাবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী।

বিভিন্ন সরকারের আমলে বিবিন্ন সময় জনদুর্ভোগ লাঘবে ব্রিজ নির্মাণ করা হলেও প্রাচীন কাল থেকেই সমস্যা জর্জরিত গাড়াবাড়িয়া- হিতিমপাড়া ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। চৈত্র-বৈশাখের দিকে পানি কমে গেলেও আষাড়ের শুুরুতেই পানিতে টৈই-টুম্বুর হয়ে ওঠে ভৈরব নদী। এ ভৈরব নদী তার নিজস্ব গতিতেই বহমান। কিন্তু মেহেপুর জেলার গাংনী উপজেলার পুর্বে এবং পশ্চিমের অর্ধশত গ্রামকে বিভিক্তি করে রেখেছে।

এলাকাবাসী জানায়, গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীর ওপর দিয়ে নৌকা ও বাঁশের সাঁকোই পারাপার হতে হয় অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। হিতিমপাড়া,ষোলমারি,শুভরাজপুর,কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ অন্তত দশ গ্রামের মানুষকে প্রতিনিয়িত মেহেরপুর জেলা শহর ও গাংনী উপজেলা শহরে যাতায়াত করতে হয়।

এছাড়াও ওপারের

গাড়াবাড়িয়া,কালিগাংনী,ধলা,নওপাড়া,ভিটাড়াপাড়া,কুরবাড়িয়া এলাকার মানুষের নদী ওপারে কৃষি জমি থাকায় আবাদ করতে যেতে হয় তাদের। কৃষি জমির উৎপাদিত ফসল ঘরে আনতে পড়তে হয় নানা বিপাকে। বাঁশের তৈরী সাঁকো কিংবা নৌকাতে বহনকৃত কুষিপন্যে খরচ হয় দ্বি-গুন। অনেক কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসল বহন করে শহরে নিয়ে আসতে বাড়তি খরচ ও বাড়তি ঝামেলা ভেবে কম মুল্যে স্থানীয় বা বহিরা গত ফড়িয়াদের মাধ্যমে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক জমির মালিক আবাদ করতে না পেরে কম মুল্যে জমি ইজারা দিয়ে দেন অথবা আবাদ না করেই ফেলে রাখেন।

রামদাসপুর গ্রামের ইউসুব আলী জানান,নদী ওপারের জমি সবজি আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। অনেক দামী সবজি ফসর উৎপাদন হয় কিন্ত পরিবন ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর এক কৃষক গোলাম হোসেন জানান, গাড়াবাড়িয়া ঘাঁট দিয়ে বাঁশের সাঁকো অথবা নৌকা যোগে কৃষিপন্য বহন করা খবই কস্টসাধ্য ব্যাপার তাই আবাদ করে কমমুল্যে বিক্রি করে দিতে হয় আমাদের কষ্টেঅর্জিত ফসল।

স্থানীয় গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা হিজরুল ইসলাম জানান, নদীর ওইপারে রামদাসপুর গ্রামে আমার জমি আছে,কৃষিপন্য পরিবহনে অনেক ঝামেলা তাই সে জমি মাত্র কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ওপারের মানুষকে ইজারা দিয়ে এসেছি। গাড়াবাড়িয়া খেয়া ঘাঁট দিয়ে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী তাদের দির্ঘদিনের।

এ গ্রামের কৃষক হারুন আলী জানান, আমার জমিতে বর্ষা মৌসুমে উঠতি ফসলের আবাদ ছেড়ে দিয়েছি। শুধু মাত্র চৈত্রের আবাদ করি। গাড়াবাড়িয়ার প্রবীণ শিক্ষক জোয়াদ আলী জানান, শুকনা মৌসুমে বাঁশের সাঁকো –আর বর্ষাকালে নৌকা হচ্ছে দুপারের মানুষের ভরসা। ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষায় স্কুলে আসতে ভয় পাই।

সরকার ও স্থানীয় জন-প্রতনিধিদের কাছে শতশতবার আবেদন করেও দু’পারের মানুষের ভাগ্য বদলাইনি। নদীপারে দাঁড়ালে মনে হয় একটি ব্রীজ দু’পারের মানুষকে বিভক্তি করে রেখেছে। নৌকার মাঝ বা সাঁকো নির্মানকারিকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা।

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসেন জানান,গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ঘাঁটে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সরকারের কাছে সংসদ সদস্যর মাধ্যমে দাবী করেছি ব্রিজ নির্মাণের জন্য।

তিনি আরো বলেন,ওপারে আমারও জমিজমা আছে সেখানে আবাদ করতে যেমন কস্ট হয় তেমনী পরিবহন খরচ পড়ে দ্বিগুন। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, আমার ইউনিয়ন হিসাবে ব্রিজ নির্মাণের জন্য তদবীর চালিয়ে যাচ্ছি। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এ বিষয়নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন জনগনের দাবী মেটানোর জন্য।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন,আমার নির্বাচনী এলকা গাড়াবাড়িয়া-ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রজি নির্মাণ অতিবজরুরী। আমি উক্ত স্থানে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দাবী উত্থাপনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবে ব্রিজ নির্মাণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

এতে যা করার এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিজ নির্মাণ সম্ভব সে প্রক্রিয়াতেই গাড়াবাড়িয়া ও হিতিমপাড়া অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুুরুন হবে।

জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

হিন্দু পুণ্যার্থীদের ভারত ছেড়ে নেপাল যেতে হবে ?

হিন্দু পুণ্যার্থীদের ভগবান রামের পুণ্য জন্মভুমি দর্শনে এখন ভারত ছেড়ে নেপাল যেতে হবে? পৃথিবীর এক সময়ের ঘোষিত একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেকথাই ফুটে উঠে ।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পিকে শর্মা ওলির দেওয়া বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকায় মানববন্ধন করেছে জাগ্রত হিন্দু সমাজ। শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলির দেয়া বক্তব্যকে বিভ্রান্তিমূলক উল্লেখ করে মানববন্ধন থেকে এর তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সংগঠনটির দাবি, অদৃশ্য শক্তির প্ররোচনায় ভগবান রামের জন্মভূমি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করার দাবি জানায় সংগঠনটি। এসময় ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতারা।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ওলি এক বক্তব্যে বলেন, ভারতের অযোধ্যায় নয়, রামের জন্মভুমি নেপালের অযোধ্যায় । তিনি বলেন, ‘অযোধ্যা নেপালে অবস্থিত, আর রাম ছিলেন নেপালি রাজপুত্র’। ওলির দেওয়া এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিরোধিতা শুরু হয়।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পিকে শর্মা ওলির এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করেন সেদেশটির কমিউনিস্ট পাটির্ও। সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রী ওলিকে অচিরেই ক্ষমা চাওয়ার অনুরোধ জানান।

করোনায় মৃত্যু ডা. রুমির দাফন নিজ গ্রামে

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ডা. রুমির দাফন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর নিজ গ্রামের কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শাখার ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দরা তার জানাজা করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উক্ত জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ডা. রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।

প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গতরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আবু ইলিয়াসের ছয় ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ডা. রুমি ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।

দামুড়হুদায় শতাধিক পরিবার পানিবন্দি

দামুড়হুদা পুরাতন হাউলী, চিৎলা ও কোষাঘাটা এই তিন গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার এক সপ্তাহ পানিবন্দি অবস্থায় দিনপার করছেন। মুসল্লীরা আসতে পারছেন না মসজিদে। রান্নার চুলার মধ্যেও জমে রয়েছে পানি।

অনেকেই রান্না করতে না পেরে মানবেতন জীবনযাপন করছেন। খবর পেয়ে পরিদর্শনে যান দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। তিনি গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পুরাতন হাউলীর মাঠপাড়ায় যান। মাঠপাড়ার প্রতিটি বাড়ির সামনে হাটুসমান পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি অপসারণের লক্ষে তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন এবং বন্ধ করে দেয়া সরকারি খালের মুখ খুলে দেয়ার জন্য কথা বলেন। এ ছাড়া ওই মহল্লায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য ড্রেন নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আনছারআলী বিশ্বাস, শাসমুল ইসলাম, কলিম উদ্দীন কলম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তিনি বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চিৎলা গ্রামে যান এবং প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় জমে থাকা হাটুসমান পানি অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল করিম মেম্বার, হাজি আব্দুল কাদির, রফিকুল ইসলাম রফিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ দিকে দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ির ওঠানে হাটু সমান পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবত পানি জমে থাকায় চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই সমস্ত ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন।

বড়বলদিয়ায় বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান: ১০ কেজি

গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত গাঁজা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) গতকাল বুধবার রাত ১১ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক জুলহাস উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী

বড়বলদিয়া গ্রামের মাঠে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা আটক করতে সক্ষম হন। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

“বাড়ির বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান শতাধিক মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মোড় ও পুলিল ক্যাম্প মোড়ে ভ্যান, পাখিভ্যান, আটো চালক, অটোর যাত্রী

ও রাস্তায় চলাচলরত সাধারণ মানুষের মুখে মাস্ক পরিয়ে দেন।

দীর্ঘ লকডাউনের পর সরকার লকডাউন উঠিয়ে নিলে ও প্রশাসনের নজরদারি শিথিল হলে সাধারণ জনতা আর করোনাভাইরাসকে কিছুই মনে করছেনা। সড়কে যানবাহন চলাচল ও বাজারের দোকান খোলা থাকায় স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রা।

সরকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও বাড়ির বাইরে বের হলে মুখে মাস্ক পরার কথা প্রচার করলেও কেউ মানছে না এ আচরণবিধি। দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বাড়লেও মুখে মাস্ক পরতে অনিহা মানুষের। রাস্তায় চলাচলরত ৯৫% ভাগ মানুষেরই মাস্ক নেই।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জ নিজের টাকাই মাস্ক কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন এবং সবাইবে মাস্ক ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন।